

## প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৩

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

স্মারক নং-প্রশাসন/৬৩-৯২/৪ ১ (৭৫)

তারিখঃ ১২/১/৯৩

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছে এবং অনেক মূল্যবান প্রাণ অকালে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই পর্যায়ে শিশু, কিশোর ও কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সড়কপথে চলাচলের নিয়ম-কানুন বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা দরকার। এই ক্ষেত্রে আপনার অধীনস্থ থানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তদূর্ব পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাহাদের এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে গিয়া শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ট্রাফিক বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলার জন্য তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন। এবং সড়কপথে চলাচলের নিয়ম-কানুন/রাস্তা পারাপার সম্পর্কে একদিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।

(মোঃ মাসুদুল হক)  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সংস্থাপন)  
বরিশাল, ঢাকা।

### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/৩০-৯০ (সাধারণ)/৭১৬(৭৭)

তারিখঃ ৬/৩/৯৩

প্রতি,  
১। অতিরিক্ত আইজি অব পুলিশ  
সিআইডি/এসবি বাংলাদেশ, ঢাকা

৪। পুলিশ সুপার (সকল)।

**বিষয়ঃ ১৬ বছরের নিচের কিশোর অপরাধীদের সরাসরি টঙ্গীস্থ কিশোর আদালতে প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ৬ ধারাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, শিশু কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্কদের যৌথ বিচার করা চলবে না। এই সকল ক্ষেত্রে আদালত পৃথকভাবে বিচার করিবার নির্দেশ দিবেন। সম্প্রতি হাইকোর্টের রায়ে বলা হইয়াছে, কোনভাবেই একজন কিশোরের বিচার বয়স্ক অপরাধীর সহিত হইতে পারিবে না। কিন্তু অধিকাংশ ইউনিট হইতে কিশোর এবং বয়স্ক অপরাধীদের বিচারের নিমিত্তে একই আদালতে প্রেরণ করা হইতেছে যাহা আইনের পরিপন্থী। ১৯৭৪ সালের কিশোর আইনের আওতায় টঙ্গীস্থ জাতীয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে কিশোর আদালত স্থাপন করা হয়। এমতাবস্থায়, শিশু অপরাধীদেরকে চরিত্র সংশোধনের নিমিত্তে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশিত হইয়া অনুরোধ করা যাইতেছে।

(ক) একই অপরাধে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী জড়িত থাকিলে বয়স্ক ও কিশোরের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক অভিযোগপত্র দাখিল করিতে হইবে। এই রকম ক্ষেত্রে একটি অভিযোগপত্রে অপর অভিযোগপত্র সম্পর্কে উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) কিশোর অপরাধীদেরকে আসামী না বলিয়া প্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে।

(গ) কিশোর আসামীদেরকে অন্য আদালতে প্রেরণ না করিয়া টঙ্গীস্থ কিশোর আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে।

স্বাঃ

(সৈয়দ মোঃ আবুল হোসাইন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পরিপত্র নং ১/৯৩ (সরবরাহ)

**বিষয়ঃ পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ছুটিতে থাকাকালীন রেশন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি প্রসঙ্গে।**

পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ (যাহারা স্বল্প মূল্যে রেশন দ্রব্যাদি প্রাপক) বিভিন্ন রকম ছুটিতে থাকাকালীন রেশন দ্রব্যাদি পাইতে পারেন কিনা এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ইউনিট হইতে পরামর্শ করিয়া পাঠানো হয়। এই ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি বিধিবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। যাহা হউক রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যা অনুসরণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

**(নৈমিত্তিক / অর্জিত)**

সাধারণ ছুটি ফুড কনসেশন ম্যানুয়েল ও (এ) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন রেশনী ছুটিতে থাকাকালীন সময়ের জন্য কোন রেশন পাইবে না। তবে ইউনিট প্রদান বিশেষ ক্ষমতাবলে কোনা রেশনীকে ছুটিকালীন কর্মস্থলে অবস্থান করিলে রেশন প্রধান করিতে পারেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বাঃ নং ৪৮২/এমএইচএপি-১ আর-১২/৮৪, পিএল-৮ তারিখ ৫-২-৮৫ অনুযায়ী একজন রেশনী নিয়মিত ছুটিতে থাকাকালীন কর্মস্থলে অবস্থান না করিলেও তাহাকে এক মাসের রেশন প্রদান করা যাইবে। তবে এক মাসের অতিরিক্ত ছুটি ভোগকারীকে অতিরিক্ত সময়ের রেশন প্রদান করা যাইবে না।

**মেডিক্যাল ছুটিঃ** ফুড কনসেশন ম্যানুয়েল ও (বি) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন রেশনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সময়ের জন্য কোন রেশন পাইবেন না। তবে উক্ত সময়ের চিকিৎসাধীন রেশনী যদি হাসপাতালের খাবার গ্রহণ না করিয়া নিজ খরচে খাবার খাইয়াছেন মর্মে যথাযথ প্রত্য্যাহান পত্রের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ তাহাকে রেশন প্রদান করিতে পারেন। পারিবারিক রেশনীদেব ক্ষেত্রে নিজের রেশন যদি ম্যানুয়েল অনুযায়ী প্রাপ্ত না হন তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের রেশন প্রাপ্তিতে কোন অন্তরায় থাকিবে না।

**মাতৃত্ব ছুটিঃ** মহিলা রেশনীগণ মাতৃত্ব ছুটিতে থাকাকালীন রেশন পাইবেন কিনা সেই সম্পর্কে আলাদা সরকারি নির্দেশ নাই। তবে সাধারণ ছুটির ন্যায় একমাস পর্যন্ত ছুটিতে থাকাকালীন সময়ের রেশন প্রদান করা যাবে।

**অবসরগ্রহণ প্রস্তুতি পূর্ব ছুটিঃ** এই ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কোন সদস্যকে রেশন প্রদান করা হইবে।

স্বাঃ

(মো লুৎফর রহমান মিঞা) পিপিএম।

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক, (সরবরাহ)

স্মারক নং রেশন/৮৫-৯০/২৭৩ (১৫৭)।

অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ

তারিখঃ ১৩-৩-৯৩

১। অতিরিক্ত আইজি/এসবিসিআইডি, ঢাকা।

\*\*

১০। সুপারিনটেনডেন্ট, সকল জেলা পুলিশ হাসপাতাল।

স্বাঃ

(মোঃ লুৎফর রহমান মিঞা)

পিপিএম সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সরবরাহ)

ফোনঃ ২৪২৮৪৯

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

স্মারক নং জিএ/১২৭-৮৬/৯০৯

তারিখঃ ২৩-৩-৯৩

প্রাপক,

১।\*

..\*

১২। .....\*

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে ছুটিতে অতিবাস করিবার প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে বদলীর আদেশ প্রাপ্তির পর অব্যাহত তদবীরের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে ছুটিতে গমন এবং অতিবাস নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা নিত্য অশোভনীয় যাহা সরকারি কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা, ১৯৮৫ এবং পুলিশ অফিসার্স বিশেষ বিধান অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ তদীয় সংশোধনী ১৯৮২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইহা ব্যতীত ঘোষিত কর্মকর্তাদের অতিবাস করা অধীনস্থদের উৎসাহিত করে।

এমতাবস্থায় পুলিশ কর্মকর্তাদের এই ধরনের প্রবণতা রোধকল্পে সকলকে অবহিত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ

(এম. কাসেমুল ইসলাম চৌধুরী)

ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (প্রশাসন)।

পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

সার্কুলার

সার্কুলার নং জিএ/১৮৮-৮৪/৯২৯

তারিখঃ ২৯ মার্চ ১৯৯৩

ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে, জেলা/ইউনিট হইতে পুলিশ পরিদর্শক বা অন্যান্য কর্মচারীদের অন্যত্র বদলীর মনোনয়ন/আবেদন পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণের প্রাক্কালে পূর্ববর্তী কর্মস্থল, সময় ও চাকুরীর বিবরণী যথাযথভাবে প্রেরণ করা হয় না। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নানা জটিলতার সম্মুখীন হইতে হয়।

এমতাবস্থায় এখন হইতে পুলিশ পরিদর্শক বা অন্যান্য কর্মচারীদের বদলীর মনোনয়ন/আবেদন পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণের প্রাক্কালে চাকুরীর বিবরণীর সহিত প্রত্যেকের কমপক্ষে পূর্ববর্তী ৩ (তিন) টি কর্মস্থলের নাম সময়সীমাসহ অবশ্যই প্রেরণ করিতে সংশ্লিষ্ট সকল জেলা/ইউনিটকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান  
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

সার্কুলার নং জিএ/১৮৮-৮৪/৯২৯/১ (১০০)

তারিখঃ ২৯-৩-৯৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১।.\*

.\*

১২।.\*

স্বাঃ

মোঃ মাসুদুল হক  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

টেলেক্স নং ৬৩২২০৯

পিএইচকিউ বিজে

ফ্যাক্স নং ৮৬৫১৬৬

স্মারক নং প্রশাসন/৫৯-৮৬/৪৬৫ (১১২)

তারিখঃ ১৩-০৬-৯৩

প্রাপক

১।.\*

১৪।.\*

বিষয়ঃ প্রেরিত চিঠিতে স্বাক্ষরকারীর নাম, টেলিফোন নম্বর ও ফ্যাক্স নম্বর উল্লেখকরণ প্রসঙ্গে।

আপনার ইউনিট হইতে অত্র পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে অথবা অন্যান্য সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নামে অথবা পদবীতে প্রেরিতব্য সকল গোপনীয় অথবা সাধারণ অফিস স্মারক/চিঠিতে স্বাক্ষরকারীর পুরা নাম, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর ও টেলেক্স নম্বর (যদি থাকে) অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ জানানো হইল। অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

স্বাক্ষর

(এম. এ. আজিজ সরকার)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।  
ফোন : ২৪৩২৩৫

স্মারক নং প্রশাসন/৫৯-৮৬/৪৬৫ (২৩)

তারিখঃ ১৩-৬-১৯৯৩

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রেরণ করা হইল।

১।\*

২। .....\*

র  
(এম. এ. আজিজ সরকার)  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।  
ফোনঃ ২৪৩২৩৫

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং ১(৪)/৯১-মপবি (সাধারণ)/১৬৩(৩০০)

তারিখ: ২১ শ্রাবণ, ১৪০০  
৫ আগস্ট, ১৯৯৩ পরিপত্র

বিষয়ঃ বেনামী অথবা নামবিহীন দরখাস্তের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে। সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩১-৮-৮২ তারিখের ৪(৬)/৮২-সিডি(সাঃ) বিবিধ অংশ ১/৩৮(৪৫) নম্বর পরিপত্র।

১। সূত্রে উল্লেখিত বিষয়ে বলবত নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়ায় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বেনামী বা নামবিহীন বা ঠিকানাবিহীন দরখাস্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হয়রানি করা এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অহেতুক জটিলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই এই সকল দরখাস্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষিতে পুনর্ব্যক্ত করা যাইতেছে, বেনামী বা নামবিহীন বা ঠিকানাবিহীন দরখাস্তের উপর কোন রকম অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২। তবে, দরখাস্তে যদি সুনির্দিষ্ট বিষয়/ঘটনা, ঘটনার সময়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, প্রমাণ সম্বলিত কাগজাদি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে তাহা হইলে এই ধরনের অভিযোগ তদন্তযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাহাদের অধীনস্থ সরকারি, আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করিতে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর  
মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান  
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

নং-৫১/৯০-স্বঃমঃ (প্রঃ)/৭১৪

তারিখ ও ৬-৫-১৪০০ বাংলা

২১-৮ - ৯৩ ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ প্রেরণ করা হইল।

১। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্বাক্ষর

আবুল হোসেন চৌধুরী

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)

স্মারক নং দঃ শৃঃ/২৬৪-৭৫/৩০২১ (১১২)

তারিখঃ ৭-৯-৯৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১।\*

১২। ..\*

স্বাক্ষর

(মোঃ জহরুল হক)

এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (সংস্থাপন)

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

ফোনঃ ২৪২৮৪৯

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ/১১৮-৯৩(সাধারণ-৪)/৩১০৪(৭)

তারিখঃ ২১-০৮-৯৩

প্রতি,

বিষয়ঃ নিম্ন আদালত কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত জামিনের বিরুদ্ধে আপীল প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের স্মারক নং অপরাধ/১-৯২ (সাধারণ)/২৯৭(৭০) তারিখঃ ২৭-১-৯৩ -এর সূত্রে বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলি পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, অধিকাংশ ইউনিট/জেলা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে জামিন বাতিলের জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। অথচ পুলিশের আপত্তি সত্ত্বেও উদারভাবে জামিন মঞ্জুর করা হইতেছে বলিয়া অত্র দফতরকে তাহারা বিভিন্ন সময়ে অবহিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে উল্লেখিত স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে ভবিষ্যতে প্রতিটি মামলার গুণাগুণ বিচার সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জামিন বাতিলের যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে তাহা ইউনিট প্রধানদের ব্যর্থতা বলিয়া গণ্য করা হবে।

স্বাঃ

(সৈয়দ মো আবুল হোসাইন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোনঃ ২৪১৪১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

স্মারক নং সিএন্ডএ/বি/২০৫-৯৩/৩০১৯(৯৬)

তারিখঃ ৫-০৯-৯৩

প্রতি

১।.\*

৮।\*

বিষয়ঃ পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ কর্তৃক বরাদ্দপ্রাপ্ত সরকারি বাসা সাব-লেট প্রদান প্রসঙ্গে।

লক্ষ্য করা গিয়াছে, পুলিশ বিভাগের অধীন বাসভবনসমূহে পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বরাদ্দ পাইয়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বাসা সাব-লেট প্রদান করিয়া থাকেন যা সম্পূর্ণরূপে সরকারি বিধিবিহীন। বিষয়টি একদিকে যেমন অসদাচরণের সামিল অপরদিকে পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে। উপরন্তু এই ধরনের সাব-লেট ব্যবহারকারিগণ পুলিশ বিভাগের নিরাপত্তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেক্ষিতে বিভাগীয় বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাগণ যাহাতে বরাদ্দকৃত বাসা বা তাহার অংশ বিশেষ সাব-লেট প্রদান না করে সে সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

বর্ণিত অবস্থায় আপনার অধীনস্থ ইউনিট/জেলায় কর্মরত যেই সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী পুলিশ বিভাগীয় বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাদের কেহ সাব-লেট প্রদান করিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে তদন্তপূর্বক সাব-লেট প্রদানকারীদের (যদি থাকে) বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

ভবিষ্যতে যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী সাব-লেট প্রদান করেন তবে তাহার/ তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ অত্র হেডকোয়ার্টার্সকে অবহিত করিতে নির্দেশক্রমে আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর

(চৌধুরী কামরুল আহসান)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অর্থ)

বাংলাদেশ, ঢাকা

ফোনঃ ২৪১৬১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/৩০৪৬ (৭০)

তারিখঃ ১৬-৯-৯৩

প্রতি,

১।.\*

২।.\*

বিষয়ঃ ডাকাতি, খুন, মুক্তিপণ আদায়, বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্র আইন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের এক-তৃতীয়াংশের তদন্ত তদারক পুলিশ সুপার কর্তৃক করণ এবং দুই-তৃতীয়াংশের তদন্ত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কর্তৃক করণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/২৮০১ (৭০)

তারিখঃ ০১-৯-৯৩

নির্দেশিত হইয়া উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাইতেছে, এখন হইতে পুলিশ সুপারগণকে জেলায় এবং ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণকে তাহাদের স্ব-স্ব বিভাগে প্রতিমাসে সংঘটিত ডাকাতি/ডাকাতির প্রস্তুতি/খুন/মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহরণ/দস্যতা/বড় ধরনের সিধেল চুরি/বিস্ফোরক দ্রব্য অস্ত্র আইন/দাঙ্গা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের এক-তৃতীয়াংশের তদন্ত তদারকি অবশ্য করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণ দুই-তৃতীয়াংশ মামলার তদন্ত তদারকি করিবেন।

স্বাক্ষর

(সৈয়দ মো আবুল হোসাইন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/৩০৪৬/১ (৫০)

তারিখঃ ১৬-৯-৯৩

অনুলিপি অগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

১। ঢাকা রেঞ্জ/\* \*/বরিশাল রেঞ্জ।

স্বাক্ষর

(সৈয়দ মো আবুল হোসাইন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স,

বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং অডিট/২০-৯২/৮৪৪(১০২)

তারিখঃ ২২/০৯/৯৩

প্রতি

বিষয়ঃ ক্যাশ একাউন্টস সাটিফিকেট প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ অত্র হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নং অডিট/২০-৯২/১০২৬ তারিখ ৩১-১০-৯২ এবং স্মারক নং অডিট/২০-৯২/৭৯১ (১০২) তারিখ ৭-৯-৯৩।

উপরোক্ত স্মারকদ্বয়ের ধারাবাহিকতায় জানানো যাইতেছে, কোন কোন জেলা/ইউনিটের রুল আংশিক নথিভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ক্যাশ একাউন্টস সাটিফিকেটে উল্লেখ করা হইয়া থাকে যাহা গ্রহণযোগ্য নহে। ফাইলিং কোনক্রমেই আংশিক হইতে পারে না। এমতবস্থায় যেই তারিখ পর্যন্ত রুল সম্পূর্ণ নথিভুক্ত করা হইয়াছে সেই তারিখ ক্যাশ একাউন্টস সাটিফিকেট উল্লেখ করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর



(চৌধুরী কামরুল আহসান)  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অর্থ)  
বাংলাদেশ, ঢাকা  
ফোনঃ ২৪১৬১৪

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/৩৫৫৫ (৭০)

তারিখ: ৩০-১০-৯৩

বিষয়ঃ পুলিশ সুপার কর্তৃক এসআর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্ত তদারক প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/২৮০১(৭০) তারিখ ০১-৯-৯৩

(২) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/৩০৪৬(৭০) তারিখ ১৬-৯-৯৩

(৩) পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স-এর স্মারক নং-অপরাধ/পাক্ষিক সভা/২৯-৯২(সাধারণ)/ ২১৪২(৭৭) তারিখ ৮-৮-৯২

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে জানানো যাইতেছে, প্রতিটি জেলা/ইউনিটে সংঘটিত এসআর এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে তদারককারী অফিসারগণকে তুরিৎ মামলার তদন্ত তদারক করিয়া তদন্তকারী অফিসারকে যথাযথ নির্দেশ/উপদেশ প্রদান করিবার জন্য অত্র হেডকোয়ার্টার্স হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রতি মাসে এসআর এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার এক-তৃতীয়াংশ পুলিশ সুপারকে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত তদারক করিবার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্য করা যাইতেছে, কিছু কিছু জেলা/ইউনিটের পুলিশ সুপারগণ/ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণ ব্যক্তিগতভাবে মামলা তাক করিতেছেন না। তাহারা জেলা/ইউনিটে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণকে তদন্ত তদারক করিতে গিয়া নিজেরা নামে মাত্র ২/১টি মামলার তদন্ত তদারক করিতেছেন। আবার কখনো কখনো কোন মামলাই তদন্ত তদারক করিতেছেন না।

গত ১১-১০-৯৩ তারিখে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে অনুষ্ঠিত পাক্ষিক সভায় বিষয়টি আলোচনা হইয়াছে। আলোচনায় পুলিশ সুপার/ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণের এইরূপ আচরণ সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

সুতরাং, পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে জেলা/ইউনিটে কোন মাসে সংঘটিত এসআর এবং গুরুত্বপূর্ণ মামলার এক-তৃতীয়াংশ মামলা পুলিশ সুপার/ডেপুটি পুলিশ কমিশনারগণকে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত তদারক করিবার জন্য নির্দেশিত হইয়া পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ  
সৈয়দ মো আবুল হোসাইন)  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)  
বাংলাদেশ, ঢাকা

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পুলিশ আদেশ নম্বর-১/৯৩

তারিখঃ ১৩-১০-৯৩

সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা যাইতেছে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩(১)(বি) ধারার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ আমলযোগ্য মামলাসমূহের তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উল্লিখিত আইনের বিধান মোতাবেক মামলার তদন্ত শেষে ফাইনাল রিপোর্ট কিংবা চার্জশীট দাখিলের বিষয়। মামলার বাদী/সংবাদদাতাকে অবহিত করা হইতেছে না। উল্লেখ্য যে, পিআরবি রুল ২৭২ এবং ২৭৮-এর বিধান মোতাবেক বিপি ফরম ৪০, ৪০-এ ও ৪৩, ৪৩-এ-এর মাধ্যমে যথাক্রমে মামলার চার্জশীট ও ফাইনাল রিপোর্ট দাখিলের বিষয় বাদী বা সংবাদদাতার অবহিত করার বিধিবদ্ধ দিক-নির্দেশনা রহিয়াছে। আইনানুগভাবে অবশ্যকরী তদন্তকারী কর্মকর্তাদের এই ধরনের কর্তব্যে অবহেলার দরুন বাদী বা সংবাদদাতা সম্যকভাবে মামলার তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত না হওয়ায় অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অহেতুক অভিযোগের মোকাবেলা করিতে হয়। সন্দেহ নাই যে, এই ধরনের কর্তব্যে অবহেলা সামগ্রিকভাবে পুলিশ বাহিনীর কর্মতৎপরতাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে।

তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩(১) (বি) ধারার বিধান মোতাবেক মামলার তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল চার্জশীট হইতে পিআরবি রুল ২৭২ -এর বিধান মোতাবেক বিপি ফরম ৪০, ৪০-এ এবং ফাইনাল রিপোর্ট হইলে পিআরবি রুল ২৭৮ মোতাবেক বিপি ফরম ৪৩, ৪৩এ-এর নির্ধারিত ছকে মামলার বাদী বা সংবাদদাতাকে অবশ্যই জানাইতে হইবে। তদন্ত ফলাফল সম্পর্কিত উপরোল্লিখিত বিপি ফরম পূরণ করিয়া উহাতে যথারীতি থানায় পত্র প্রেরণ নম্বর উল্লেখপূর্বক বাদী/সংবাদদাতার ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে ইহার ব্যত্যয়, আইনের নির্দেশক্রমে এবং বিভাগীয় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

মামলার তদন্তের ফলাফল বাদী/সংবাদদাতাকে জানানোর বিষয়টি পরিদর্শনের বিষয়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এএসপি ও তদূর্ণ কর্মকর্তাগণকে থানা পরিদর্শনকালে এই বিষয়ে পরিদর্শন ও পরিদর্শন মন্তব্যে অবশ্যই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

বর্ণিত বিপি ফরম ৪০, ৪০-এ এবং ৪৩, ৪৩-এ-এর অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

স্বাঃ  
(এএসএম শাহজাহান)  
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং জি/এ/১৮৮-৮৪/৪৬১৩ (১০০)

তারিখঃ ০১-১১-১৩

প্রতি,

১।.\*

১২।.....\*

বিষয়ঃ সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রস্তাব/প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পর্কিত।

সম্প্রতি ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পূর্ব নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হইতে অত্র হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরিত মনোনয়ন/প্রস্তাব ও প্রতিবেদনসমূহ সুস্পষ্ট মতামত ব্যতিরেকেই প্রেরণ করা হইয়া থাকে। ফলে, অযথা লেখালেখিতে সময়ের অপচয় দীর্ঘ, সূত্রিতাসহ প্রশাসনিক নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়।

অতএব, ভবিষ্যতে যেকোন প্রস্তাব/মনোনয়ন/প্রতিবেদন ইত্যাদি অত্র হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণের প্রাক্কালে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রেরণ করিতে সকল জেলা/ইউনিট ইন-চার্জগণকে নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর  
এম. এ. খালেক  
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

সার্কুলার স্মারক নং নিয়োগ/৪৬-৯১/৩০৮৩

তারিখঃ ১১/১১/৯৩

বিষয়ঃ নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বদলী প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, বিভিন্ন ইউনিট হইতে অধিক সংখ্যক নন-গেজেটেড কর্মচারীদের অবাস্তিত্ত করিয়া অন্যত্র বদলীর জন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হইতেছে। এই ধরনের বদলী নিম্নোক্ত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করেঃ

(ক) যে ইউনিট হইতে বদলীর প্রস্তাব করা হয় সেই ইউনিটে অসন্তোষ বিরাজের সম্ভাবনা থাকে।

(খ) অন্য ইউনিটে বদলীর জন্য শূন্যপদ না থাকিলে সেখান হইতে মনোনয়নের প্রয়োজন হয় এবং তাহাতে সমসংখ্যক কর্মচারীর বদলীজনিত অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনিচ্ছক ব্যক্তি মনোনীত হইলে বদলী বাতিলের জন্য বিভিন্নভাবে তদবীর করা হয়।

(গ) তদুপরি বদলীজনিত ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি খাতে অধিক অর্থ ব্যয় হয়।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া নন-গেজেটেড কর্মচারীদের বহুল সংখ্যায় বদলীর সুপারিশ না পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে। তবে সুস্পষ্ট জনস্বার্থ এবং বিশেষ মানবিক কারণজনিত ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশেষ কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী অবাস্তিত্ত কাজে লিপ্ত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়া।

স্বাঃ  
(মোঃ ইসমাইল হুসেন)  
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং নিয়োগ/৪৬-৯১/৩০৮৩ /১(১০১)

তারিখঃ ১১/১১/৯৩

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১।.\*

১২।.....\*

স্বাঃ

(মো হাদিস উদ্দিন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সংস্থাপন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোনঃ ২৪৬৬৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অডিট/৩৯-৯৩/১২২৮

তারিখঃ ২৫-১১-৯৩

পরিপত্র সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, বিভিন্ন জেলা/ইউনিটে সরকারি অর্থ আত্মসাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে জনসমক্ষে পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আত্মসাতের সুযোগ কার্যকরভাবে রোধ করিবার লক্ষ্যে জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেজারী পাশ বহি প্রতিস্বাক্ষর করা নিশ্চিত করিতে হইবে। ট্রেজারী পাশ বহি চালু না থাকিলে অবশ্যই প্রতিমাসে বি-স্টেটমেন্ট জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর করাইয়া যথাসময়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।

স্বাক্ষর

(মো ইসমাইল হুসেন)

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং অডিট/৩৯-৯৩/১২২৮(১০৪)

তারিখঃ ২৫-১১-৯৩

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১।\*

১৪।.\*

স্বাক্ষর

(চৌধুরী কামরুল আহসান)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অর্থ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোনঃ ২৪১৬১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

নং-নিয়োগ/৪৬-৯১/৩২৩২

তারিখঃ ০৫-১২-৯৩

বিষয়ঃ অধঃস্তন পুলিশ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লিখন ও কোর্ট কমেন্ট রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত।

অধঃস্তন নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (অহহঁধষ ঙ্গড়হঁধরফবহঃরধষ জবঢ়ড়ৎঃ) একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলা। পিআরবি প্রথম খণ্ডের বিধি ৭৬ ও ৭৭ অনুযায়ী বিপি ফরম ২ (বাংলাদেশ ফরম ৫৩২১)-এ পুলিশ সুপার/অফিস প্রধানগণ এই প্রতিবেদন লিখিয়া থাকেন। পুলিশ কর্মচারী/কর্মকর্তাগণের মান ঠিক রাখার ও তাহাদের সঠিক মূল্যায়নের জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সঠিকভাবে লিখা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু সম্প্রতি বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হইতে প্রাপ্ত এসিআর পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, উহা বিধি মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে না। আরও লক্ষ্য করা যায়, যেকোন তদন্তকারী কর্মকর্তার আচরণ সম্পর্কে আদালত কোন অনুকূল/বিরূপ মন্তব্য করিলে তাহা এসিআর-এর ক্রমিক নং ১২ (বি)-তে নোট করা হইতেছে না। উপরন্তু এতদসংক্রান্ত খসড়া কোর্ট কমেন্ট রেজিস্টার ও পিআরবির প্রথম খণ্ডের বিধি ২৭ (বি) অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হইতেছে না। এই বিষয়ে ইতিপূর্বেই ইস্যুকৃত পুলিশ অর্ডার নম্বর ২/৯২-তে প্রদত্ত নির্দেশাবলীও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইতেছে না।

এমতাবস্থায় এই সমস্ত ভুল-ত্রুটির যাহাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহার প্রতি দৃষ্টিদানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অধঃস্তন পুলিশ কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে পিআরবি প্রথম খণ্ডের বিধি ৭৭ (এ) মোতাবেক সন্নিবেশিত করার বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী অফিসারগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

- (ক) কোন ফৌজদারী মামলায় সাজা/ক্ষের অভাবে খালাসপ্রাপ্ত হইলে তাহার সূত্র।  
(খ) কোন দেওয়ানী মামলার রায়ে পুলিশ অফিসারদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিলে তাহার সূত্র।  
(গ) যেকোন মামলার বিচার বিভাগীয় মন্তব্য, যাহা অফিসারের সার্ভিস বইয়ে উঠানো হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ। বিরূপ মন্তব্য যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অফিসার/কর্মচারীকে বিধি মোতাবেক জানাইতে হইবে।

স্বাঃ

(মো ইসমাইল হুসেন)

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।  
সার্কুলার

বিষয়ঃ মামলা তদন্ত তদারকি ও প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

পিআরবি-এর ৫৫(সি) বিধি অনুসারে সার্কেল ইন্সপেক্টরের সকল নন-এসআর মামলার তদন্ত তদারকি করিবার বিধান রহিয়াছে। সার্কেল ইন্সপেক্টর পদটি এসপি পদে উন্নীত হওয়ায় এই দায়িত্ব সার্কেল এসপিগণের উপর স্বাভাবিকভাবেই বর্তায়। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাইতেছে, সকল নন-এসআর মামলাসমূহ সার্কেল এসপিগণ তদারকি করেন না এবং তদারকি করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন দাখিল করেন না।

সকল নন-এসআর গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল মামলার তদন্ত যাহাতে সার্কেল এসপি/এসি (জোন) যথাসময়ে তদারকি করেন এবং তদারকি প্রতিবেদন দাখিল করেন তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য পুলিশ কমিশনার/পুলিশ সুপারগণকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

পিআরবি বিধি ৫৩, ৫৪-এর আলোকে এসআর/এমআর মামলা ছাড়াও খুন, বিস্ফোরক দ্রব্য, অস্ত্র আইন ও জটিল মামলাসমূহ থানায় রুজু হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কর্তৃক তদন্ত তদারক করার জন্য, অনিতিবিলম্বে তদারকি প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য এই সদর দফতর হইতে ইতিপূর্বে নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্য করা গিয়াছে, তদন্ত তদারকি এবং তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত বিধি ও আদেশ সঠিকভাবে পালিত হইতেছে না।

এই বিষয়ে পূর্বে জারিকৃত বিধি ও নির্দেশের অনুবৃত্তিক্রমে এখন হইতে সংঘটিত প্রতিটি ডাকাতি/ডাকাতির প্রস্তুতি/খুন/মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে অপহরণ মামলা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দস্যু/বড় সিলে চুরি/বিস্ফোরক দ্রব্য/অস্ত্র আইন/দাঙ্গা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কিংবা মহানগর পুলিশের সমমর্যাদার কর্মকর্তা তদন্তে তদারক করিবেন। সার্কেল/জেনারেল কর্মকর্তা উপরোক্ত সকল ধরনের মামলা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদারক করিবেন। তদারকি প্রতিবেদন কমকর্তাগণ তদারকির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করিবেন।

স্বাঃ

(এ. এস. এম, শাহজাহান)

মহা-পুলিশ পরিদর্শক বাংলাদেশ, ঢাকা।